এ্যাপোলো হসপিটালস ঢাকা

সকল কাঁটা ধন্য করে ....

২০ এপ্রিল, ২০০৯। দিনটি নুভেরার জীবনকে বলতে গেলে পাল্টে দিয়েছে। এর আগে তার জীবন ছিল এক অপূর্ণতায় মুহ্যমান। আজ তিনি পূর্ণ। নতুন এক জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত। একসময় একটি সন্তানের জন্য আকুতি তার মাতৃহৃদয়কে হাহাকারে ভরে তুলেছিল। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সেই শূন্য কোল আজ ভরে উঠেছে। একটি নয়, দু'দুটো পুত্র শিশু তার মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণ করতেই যেন পৃথিবীতে এসেছে। নুভেরার স্বামী সামির পিতৃত্বের আনন্দ আজ কে দেখে! সকল কাঁটা ধন্য করে এই দম্পতি দু'টি সুস্থ সন্তানের অধিকারী এখন। এজন্য তারা এ্যাপোলো ফার্টিলিটি সেন্টারের কাছে কৃতজ্ঞ, যে প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সবাই এই কঠিনতম কাজটি অসামান্য দক্ষতায় সম্পন্ন করেছেন।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে টেস্টটিউব বেবির ধারণাটি খুব বেশি দিনের নয়। এখনও অনেক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় নানা রকম চিকিৎসার আশ্রয় নেন। তাদের অধিকাংশই হয়ত সাফল্যের মুখ দেখেন না। নিতান্ত ভাগ্যের দ্বারস্থ হয়ে এতদিন যেসব দম্পতি ঝাড়ফুঁক আর তাবিজ কবচের শরণাপন্ন হয়েছেন, এ্যাপোলো ফার্টিলিটি সেন্টার তাদের জন্য সুখবর বয়ে এনেছে। ইনফার্টিলিটি চিকিৎসা ব্যয়বহুল হলেও বিজ্ঞানসম্মত এবং পরীক্ষিত। জনমনে একটি ধারণা আছে যে, বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা মানেই আইভিএফ- এ কথাটি মোটেই সত্যি নয়। সামান্য পরামর্শ বা উপদেশ অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব নিরাময়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ দম্পতির আইভিএফ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় এবং বিশ্বব্যাপী অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর বয়সী মহিলাদের ক্ষেত্রে সাফল্যের হার প্রায় চল্লিশ শতাংশ।

সন্তান ধারণে অক্ষমতা একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। বাংলাদেশে প্রায় ৮.৪ মিলিয়ন দম্পতি এই সমস্যার মখোমুখি। এদেশের প্রেক্ষাপটে আশঙ্কাজনক অক্ষমতার এই পরিসংখ্যান জানালেন এ্যাপোলো ফার্টিলিটি সেন্টারের কনসালট্যান্ট ডা. মৃণাল কুমার সরকার। তার মতে, এজন্য প্রায় চল্লিশ শতাংশ ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী হচ্ছে স্বামীর অক্ষমতা। এদের প্রধান সমস্যা হল অপ্রতুল গতিশীল সুস্থ শুক্রাণু। আর এর জন্য তিনি দায়ী করলেন অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা, ধূমপান এবং পরিবেশদূষণ-কে। মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ু, ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালির রোগে যারা ভোগেন, তাদের বেলায় এই অক্ষমতার হার ব্যাপক, বললেন ডাঃ সরকার। তার মতে, অপরিকল্পিত এবং অস্বাস্থ্যকর উপায়ে গর্ভপাতজনিত কারণে অনেকেই জরায়ু, ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালিতে ইনফেকশনের শিকার হচ্ছেন এবং ডিম্বনালি বন্ধ হয়ে গেলে তারা সন্তান ধারণে অক্ষম হয়ে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ

Organization Accredited by Joint Commission International

stsgroup
Apollo Hospitals DHAKA
touching lives

তিনি এমআর পদ্ধতির কথা বললেন। বহুল প্রচলিত এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একসেট সরঞ্জামের দাম ১৫০০ টাকার মতো, যা কেবল একবার ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক স্থানেই ৪০০-৫০০ টাকায় এমআর করানো হয়। সেসব জায়গায় এ সরঞ্জাম একাধিক বার ব্যবহৃত হয়। এতে করে ইনফেকশনের আশঙ্কা বেড়ে যায়। ডা. সরকারের মতে, সন্তান ধারণে অক্ষমতাও এর জন্য দায়ী। সমস্যা যত অল্প বয়সে চিহ্নিত করা যায় ততই ভালো। সাধারণত পুরুষদের বেলায় সচল ও স্বাভাবিক শুক্রাণুর প্রতুলতা এবং সহবাসের শারীরিক সক্ষমতা আর মহিলাদের বেলায় নিয়মিত মাসিক, নিয়মিত ডিম্ব নিঃসরণ ও গর্ভধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন হরমোনের মাত্রা প্রধানত বিবেচ্য বিষয়।

উন্নততর আর বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবায় যে অঙ্গীকার নিয়ে এ্যাপোলো হসপিটাল, বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছিল, এ্যাপোলো ফার্টিলিটি সেন্টার সেই অভিযাত্রার এক সফল উত্তরসূরি। প্রতিদিন প্রায় পনের জন নিঃসন্তান দম্পতি এখানে পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য আসেন। তাদের জন্য রয়েছে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসকরা। এখানে বন্ধ্যাত্ব নিরসনের জন্য রয়েছে দক্ষ ফার্টিলিটি ম্যানেজমেন্ট টিম, যারা আইইউআই, আইভিএফ, আইসিএসআই, ইটি এবং বিভিন্ন পরামর্শসহ আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান করে থাকেন এছাড়াও রয়েছে ভবিষ্যৎ গর্ভধারনের জন্য ভ্রুন সংরক্ষণ এবং শুক্রাণুকীট সংরক্ষণের ব্যবস্থা। রোগের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এখানে সম্পূর্ণ গোপণীয়তা রক্ষা করা হয়। এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে রোগীরা সর্বোৎকৃষ্ট কাউন্সিলিং পেয়ে থাকেন, জানালেন ডাঃ সরকার। ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) অথবা টেষ্টটিউব বেবি কি, কেন এবং কিভাবে নেয়া সম্ভব-চিকিৎসা প্রার্থীদের এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় আন্তরিকতার সঙ্গে। প্রাথমিকভাবে রোগীর রক্তপরীক্ষা করে দেখা হয় কোন যৌন বা রক্তবাহিত সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা। ডায়াবেটিস বা টিউমার থাকলে সেক্ষেত্রে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, মূল চিকিৎসার প্রতিটি ধাপ বৈজ্ঞানিকভাবে জটিল হলেও উন্নততর প্রযুক্তির কল্যাণে রোগীরা এখানে বিশ্বমানের সেবা পান। গর্ভসঞ্চারের পর থেকে সুস্থভাবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত নারীরা চিকিৎসকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকেন। সাধারণত টেস্টটিউব পদ্ধতিতে ধারণকৃত সন্তান মিসক্যারেজের হার প্রায় বিশ শতাংশ। তিনটি ভ্রুণ প্রতিস্থাপনের বেলায় প্রায় বিশ শতাংশ যমজ সন্তানের সম্ভবনা রয়েছে। এ্যাপোলো ফার্টিলিটি সেন্টারের বিশেষত্ব এই যে, এখানে পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর ডিএনএ ক্রসম্যাচিংয়ের লিখিত নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার সকল সুযোগ।

ডাঃ সরকারের মতে, বাংলাদেশে সন্তান ধারণে অক্ষম দম্পতির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ব্যয়বহুল এ চিকিৎসা চালিয়ে যাবার মত প্রায় পঁচিশ শতাংশ দম্পতি আছেন। যদি প্রচলিত স্বাস্থ্য সেবার আওতায় এদের চিকিৎসা দিতে হয় তবে আমাদের প্রয়োজন স্বাস্থ্যখাতকে আরও উন্নত ও বিস্তৃত করা।

তাই খুব শীঘ্রই আমাদের দরকার একটি জাতীয় পর্যায়ে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নীতিমালা। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, সুশৃঙ্খল জীবনাচরণ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিঃ দ্রঃ- রোগীর ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে

সূত্র ঃ ক্যানভাস, সংখ্যা - মে, ২০০৯

। ইমার্জেন্সি হটলাইন : ১০৬৭৮।
। এ্যাম্বুলেন্স : ০১৭১৪-০৯০০০০ ।। ইমার্জেন্সি : ০১৯১১-৫৫৫৫৫৫।
। পিএবিএক্স : (০২)-৮৪০১৬৬১ ।। এ্যাপয়েন্টমেন্ট : (০২)-৮৪০১৬৮০ ।। মাল্টার হেলথ চেক : (০২)-৮৪০১৬০০।